সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ● দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা ● বিশেষ বুলেটিন ● এপ্রিল ২০১৫ ● দুই টাকা

ফ্যাসিবাদের বিপদ ও গণতান্ত্রিক শক্তির করণীয়

একটি গণতান্ত্রিক দেশ ও সমাজের আকাঙ্ক্ষা এদেশের মানুষের বহুদিনের। ওই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এদেশের মানুষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছে, পাকিস্তানি প্রায়-ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছে। এই আকাঙ্ক্ষা বুকে ধারণ করেই মানুষ দেশ স্বাধীন করেছে। এমনকি স্বাধীন দেশের মাটিতেও গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য প্রাণ দিয়েছে। সে দেশে আজ কি শাসন চলছে? একটি একতরফা ভোটার ও প্রার্থীবিহীন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতার মসনদে বসে আছে। দেশের এই পরিস্থিতিতে যে কোনো গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষ বুঝতে পারছেন, আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য রাষ্ট্রের শক্তিভিত্তিসমূহ অর্থাৎ প্রশাসন, বিচারবিভাগ, পুলিশ-মিলিটারি সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করছে। ফলে এরকম একটা শাসনব্যবস্থা যেখানে অন্যদের কোনো মতামতের ধার ধারছে না, গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি, আইন-কানুনের তোয়াক্কা করছে না – সম্পূর্ণ একদলীয় জবরদস্তির শাসন পরিচালিত হচ্ছে।

প্রতিবাদহীন দুঃসহ দিন

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে আমরা দেখেছি, শাসকদের ফ্যাসিবাদী আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বুদ্ধিজীবীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আমাদের দেশেও অতীতে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদী ভূমিকা নানা মাত্রায় আমরা দেখেছি। কিন্তু এবার একদলীয় এই জবরদস্তির শাসনের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীরা, কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ক্ষীণ কিছু প্রতিবাদী কথা ছাড়া কোনোরকম নাড়াচাড়া করছেন না। আবার দেশের যে মিডিয়াগুলো এই জবরদস্তি শাসনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার কাজ করছে – বাস্তবে প্রায় সকল মিডিয়াই করছে – এই বুদ্ধিজীবীরা সেখানে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ধরে রাখছেন। এসব ছাপিয়ে কোথাও কোনো একটু প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা গেলেও এই জবরদস্তিমূলক রাষ্ট্রে তাকে স্তব্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা আছে। সংবাদ মাধ্যমগুলোকে নানারকম নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। নতুন নতুন আইন জারি করা হচ্ছে। আইনি হস্তক্ষেপের বাইরেও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ বহু রকম চাপ তৈরি করা হচ্ছে।

এই শাসনব্যবস্থার পেছনের উদ্দেশ্য কি? আমরা বহু বার বলেছি, এর পেছনের উদ্দেশ্য হল পুঁজিপতি-শিল্পপতি-ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর একচেটিয়া শোষণ-লুণ্ঠনের পথ সুগম করা, নিরাপদ করা। পুঁজির এই নির্বিঘ্ন শোষণ-জুলুমের শিকার হয় কারা? অবধারিতভাবেই দেশের বৃহত্তর জনগণ – শ্রমিক-কৃষক, নিম্ন আয়ের *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে রংপুরে বিভাগীয় প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান

তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় ও উত্তরাঞ্চলের প্রাণ-প্রকৃতি-মানুষ রক্ষার দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের উদ্যোগে ২৪ মার্চ বেলা ১২টায় রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ও প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

গণতন্ত্রহীন পরিবেশে গণতন্ত্রের নাটক!

হঠাৎ করে দেশে যেন ‘গণতন্ত্র’ ফিরে এসেছে। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হতে যাচ্ছে। সরকারের বক্তব্য – তারা চান জনগণের ভোটে নির্বাচিত মেয়র-কাউন্সিলররা সিটি কর্পোরেশন চালাক, তাই নির্বাচন দেয়া হয়েছে। বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। অনেকে মনে করছেন, দেশের মানুষ আবার ভোটের অধিকার ফিরে পাবে। অনেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন – যাক, গত ৩ মাস ধরে যে হানাহানি ও নিরাপত্তাহীন অবস্থা চলছিল তার অন্তত অবসান হল। নির্বাচন মেনে নেয়ার বিনিময়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় অফিস খুলে দিয়ে এবং খালেদা জিয়ার জামিন ও গৃহ প্রত্যাবর্তনে বাধা না দিয়ে বেশ ‘গণতান্ত্রিক’ ভাব দেখাচ্ছে সরকার। অনেকে বলছেন, এই নির্বাচন ঘোষণা করে সরকার বিএনপি-কে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরে আসার সুযোগ দিয়েছে। বিএনপির কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, তাদের আশা সরকার নির্বাচনে সবার জন্য সমান সুযোগ দেবে। আসলেই কি দেশে গণতান্ত্রিক শাসন চলছে? শান্তি ও নিরাপত্তা কি স্থায়ীভাবে নিশ্চিত হয়েছে? অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার কি জনগণ ফিরে পাচ্ছে?

সবাই একমত হবেন, বর্তমান আওয়ামী নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয়। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি নির্বাচনে সরকারি জোটভুক্তরা ছাড়া কোনো দল অংশগ্রহণ করেনি। বেশিরভাগ মানুষও ভোট দিতে যায়নি। ১৫৪ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে, বাকিদের লোকদেখানো নির্বাচনী আনুষ্ঠানিকতায় বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। ভোট প্রদানের হার বাড়িয়ে দেখানোর উদ্দেশ্যে জাল ভোটের মহোৎসব হয়েছে। জবরদস্তি ও কূটকৌশলের নানা নাটক করে পতিত স্বৈরাচারী এরশাদের দল জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে এনে প্রধান বিরোধী দল বানানো হয়েছে। এভাবে মহাজোট সরকার নিজেরাই নিজেদের ‘নির্বাচিত’ ঘোষণা করেছে। নির্বাচনের সময় বলা হচ্ছিল, এটা ‘নিয়ম রক্ষার’ নির্বাচন। এখন বলা হচ্ছে, তারা বৈধ সরকার এবং ২০১৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকবেন।

ক্ষমতায় বসেই তারা যে উপজেলা নির্বাচন করলেন, তাতে পুনর্বার প্রমাণিত হল জনগণের ভোট প্রদানের স্বাধীনতায় তারা বিশ্বাসী নন। প্রথম দুই দফা নির্বাচনে সরকার সমর্থিত প্রার্থীদের ভরাডুবি দেখে পরের ৩ দফায় ভোট কেন্দ্র দখল, সিল মেরে ব্যালটবাক্স ভর্তি করা, ভোটারদের কেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান, প্রশাসনিক কারসাজিসহ ভোটডাকাতির পুরনো সব কায়দা অনুসরণ করা হল। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন পৌরসভা-উপজেলা-ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত বিরোধী জনপ্রতিনিধিদের মামলার অজুহাতে বরখাস্ত বা সরিয়ে দিয়ে স্থানীয় সরকারও তার দখলে নিয়ে এসেছে। এইভাবে, যতটুকু নির্বাচনী ব্যবস্থা দেশে ছিল তারও বিশ্বাসযোগ্যতা ধ্বংস করেছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার। শুধু তাই নয়, গত কয়েক বছরে এবং বিশেষত পুনরায় ক্ষমতা দখল করে এই সরকার সভা-সমাবেশসহ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অধিকার হরণ, প্রচারমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ, বিচারবিভাগ-প্রশাসন-নিরাপত্তা বাহিনীর দলীয়করণ, বিরোধী দলের কার্যালয় বন্ধ ও বিরোধী নেত্রীকে অবরুদ্ধ *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ভারতের কাছ থেকে তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক-জেলের ক্ষতিপূরণের দাবিতে

২০ এপ্রিল বিকাল ৩.৩০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ

সারাদেশে সমাবেশ, অবস্থান, বিক্ষোভ

উন্নয়ন বাজেটের ৪০% কৃষি-কৃষক ও গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য বরাদ্দসহ রেশন, বয়স্ক ভাতা, ১২০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্পের দাবিতে

৭ মে ২০১৫ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায়

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও কৃষিমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ

প্রধান বক্তা : কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

সাধারণ সম্পাদক, বাসদ (মার্কসবাদী), কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটি

সভাপতি : কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট ● বাসদ (মার্কসবাদী)

ফ্যাসিবাদের বিপদ ও গণতান্ত্রিক শক্তির করণীয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) মানুষ। তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশা বাড়তে থাকে, জীবন-জীবিকার সংকট বাড়তে থাকে। সংকট বাড়তে থাকে মধ্য ও সীমিত আয়ের মানুষের জীবনেও। বর্তমানেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বাড়িভাড়া-গাড়িভাড়া-বিদ্যুৎ-গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি এবং সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, বেকারত্ব ইত্যাদি সংকট বাড়ছে কিন্তু রাজনৈতিক ডামাডোলের কারণে সেগুলো সামনে আসছে না। এ সময় রাজনৈতিক অস্থিরতায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ায় কৃষকের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। অর্থনৈতিক এই লুণ্ঠন এবং বৈষম্যের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসাবে সামাজিক অস্থিরতা, সন্ত্রাস-সহিংসতার প্রকোপও বাড়ছে। এ সবই রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে চাপা পড়ে যাচ্ছে। বিবেকবান গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ এবং ভুক্তভোগী মানুষের কাছে প্রতিটি দিন ক্রমাগত দুঃসহ হয়ে উঠছে।

যে পরিস্থিতিটা দেশে চলছে তাতে ভিন্ন মত, ভিন্ন বক্তব্য, ভিন্ন রাজনীতি ধারণ করার যে সামাজিক পরিবেশ তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কোথাও কোনও ক্ষীণ প্রতিবাদী কণ্ঠ থাকলে তাকে গুম, খুন, ধরে নিয়ে যাওয়া – ইত্যাদি কায়দায় দমন করা হচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে সমাজের কোথাও যদি কিছু একটা আলোড়ন মনন জগতে তৈরী হয়, তা প্রতিবাদের জন্য বাইরে আসছে না। পুরো দেশটাকে অসংখ্য কাপুরুষের দেশ বানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

বিভ্রান্ত ও অসংগঠিত জনগণই সবচেয়ে অসহায়

শোষণ-নিপীড়ন-বৈষম্য ও জুলুমে জর্জরিত হলেও জনগণ যখন অসংগঠিত তখন সে থাকে অসহায়। জনগণের আরো একটি অসহায়ত্ব হল বিভ্রান্তি – শত্রু কে মিত্র কে বুঝতে না পারা। আর দুটোই যখন একসঙ্গে ঘটে – অসংগঠিত ও বিভ্রান্ত – তখনই সম্ভবত জনগণ সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় নিপতিত হয়। বাংলাদেশের পরিস্থিতি বর্তমানে ঠিক এমনই। ফ্যাসিস্ট শাসনের মুখে এমন কোনো রাজনৈতিক শক্তি নেই যার পাশে গিয়ে মানুষ দাঁড়াতে পারে। এদেশের বামপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলো – যারা সমাজতন্ত্রী বলে পরিচিত, তারা সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে সরকারের শক্তিচক্রের আশেপাশে অবস্থান করছে। একদল বামপন্থী নামধারী আছেন যারা সরকারের সমালোচনা করার ছল করতে করতেই সরকারকে সব রকম সহযোগিতা করে চলেছেন। বামপন্থী অল্প কিছু ছোট শক্তি এই পরিস্থিতিকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদী শক্তি হিসেবে ক্রমাগত বিকশিত হওয়ার চেষ্টা করছে।

জনগণের এই বিভ্রান্ত ও অসংগঠিত দশাকে কাজে লাগিয়ে, অবৈধ শাসনের বৈধতা দেয়ার জন্য ইলেকশনের রাজনীতির ঘণ্টা বাজানো হয়েছে। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ নির্বাচনকেই গণতন্ত্র বলে মনে করে। তারাও খোলা চোখে দেখছে, এই নির্বাচনটি হবে ক্ষমতায় যারা বসে আছে তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। নির্বাচনের জয়-পরাজয়সহ পুরো পরিস্থিতির ওপর শাসকদের complete domination কাজ করছে। সাধারণ গণতান্ত্রিক দাবি তোলা দূরে থাক, সত্যিকারের বিরোধী শক্তি অর্থাৎ যারা বর্তমানের সকল অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রবল শক্তিতে বিরোধীতা করতে চায়, তাদের মত এই ইলেকশনের মধ্যে দিয়ে প্রচার করার উপায় নেই। ফলে যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে, তার উদ্দেশ্য হলো কত দলকে সরকার তার কার্যক্রমের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে সেটা দেখানো।

আন্দোলনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হোন
আন্দোলনের শক্তি গড়ে তুলুন

এ অবস্থায় বাংলাদেশে বিরোধী দল বলে যারা পরিচিতি ছিল তারা কার্যকর কোনো আন্দোলনের পথে না গিয়ে একেক সময় একেক কথা ছেড়ে দিচ্ছে। যেহেতু মিডিয়া শক্তিতে তাদেরও একটা ভূমিকা আছে, ফলে তারা যা বলছে মিডিয়া তাই প্রচার করছে, জনগণকে সেটাই জানানো হচ্ছে, জনগণও সেটাই জানছে। কিন্তু তাদের বৈধভাবে প্রতিবাদের যত পথ ছিল সেসব পথ তারা অনুসরণ করেনি। গণআন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কিছুই তারা করছে না। ভয়ে কুঁকড়ে রয়েছে। আর জনগণের ওপর পেট্রোলবোমা-ক্রসফায়ারের বিপদ নামিয়ে নিজেরা ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে। এরকম একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা দেশে চলছে।

অনেক প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ইতিহাস যে দেশের আছে, সে ধারায় সংগঠিতভাবে বেরিয়ে আসার কোনো উপায় জনগণের সামনে নেই বলে নিজের মধ্যে তারা গুমরে মরছে। গুমোট তৈরি হচ্ছে সমস্ত দেশে। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষ সবাই এই অবস্থার মধ্যে আছে। কিন্তু তারা এই অবস্থা থেকে মুক্তি চায়। মুক্তিকামী এই মানুষদের সামনে আমরা একটা প্রশ্ন রাখতে চাই, একটা আবেদনও রাখতে চাই। জনগণের গণতান্ত্রিক দাবি নিয়ে যারা জানবাজি আন্দোলন করবে না, তারা কেমন করে জনগণের বন্ধু হয়? জনগণকে বিপদে ফেলে যারা লেজগুটিয়ে পালায় তারা কেমন করে জনগণের বন্ধু হয়? তারা কেমন করে ক্ষমতায় গিয়ে জনগণের দাবি বাস্তবায়ন করবে? আমাদের এই প্রশ্নটি গভীরভাবে ভাবতে অনুরোধ করব।

সেই সাথে আমরা দেশবাসীর সামনে আবেদনও রাখছি – আন্দোলনের শক্তি খুঁজে নিন, আন্দোলনকারী শক্তিগুলোর পাশে দাঁড়ান। বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনে জনগণের সক্রিয় ভূমিকা অবশ্যই দরকার। সময়সাপেক্ষ হলেও ধীরে ধীরে সারাদেশে গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য দরকার। এই গণতান্ত্রিক শক্তি বলতে কি বুঝব সেটাও বোঝা দরকার। যারা সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু কিছু কথা ইন-বিটুইন বলতে পারেন – তাদেরকেও অনেকে গণতান্ত্রিক শক্তি বলেন। তারা কেউই গণতান্ত্রিক শক্তি না।

আমরা ছোট দল। এই মুহূর্তে আমরা মহা কিছু করতে পারবো না। কিন্তু আমাদের সাথে আরও যে বন্ধুরা আছে, তাদের নিয়ে ধীরে ধীরে আমরা ন্যূনতম কিছু কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হতে চাই। যা হচ্ছে কোনো মতেই তা মেনে নেয়া যাবে না। এটা আমরা মতের অর্থে প্রকাশ করছি, আবার মানুষের কাছে গিয়ে এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে তাদের সংগঠিত করছি। আমাদের দল এই সময়ের ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলায় এটাই করণীয় বলে মনে করে।

আন্দোলনহীন পরিবেশ ভয়ঙ্কর বিপদ নিয়ে আসবে

সরকার ব্যবসায়ী-ধনকুবের গোষ্ঠীদের সহায়তায় জনগণের ওপর জবরদস্তি চালিয়ে টিকে থাকতে পারছে। আবার তাদেরকে আন্তর্জাতিকভাবে অনেকে সহায়তা করছে। এদের মধ্যে ভারত এ সরকারের পাশে সব রকম সহযেগিতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ অন্যায় শাসনকে সমর্থন করছে। ভারতের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণকারী জনগণ তাদের দেশের শাসকদের এ অন্যায় চলতে দেবে তা হতেই পারে না। তাদেরও অনেক সংগ্রামের ইতিহাস আছে।

কিন্তু ভারতের এই ভূমিকার ফলে অগণতান্ত্রিক, প্রতিক্রিয়াশীল, মৌলবাদী, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি জামায়াতে ইসলামী ও তাদের সঙ্গী-সাথীরা সারা দেশের মানুষের মধ্যে গুনগুন করে একটা প্রবল সাম্প্রদায়িক সুর তুলে দিয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্ট করছে। একদিকে আওয়ামী লীগের গায়ের জোরের শক্তি, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর প্রতিবাদ-শূন্যতা ও আন্দোলনহীনতার সুযোগ নিয়ে সরকারের অত্যাচারের যে প্রতিক্রিয়া তাকে ধারণ করে অগণতান্ত্রিক, প্রতিক্রিয়াশীল ও মৌলবাদী শক্তি এক মহাবিপদের দিকে দেশকে নিয়ে যাচ্ছে।

আমরা সমস্ত গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে সতর্ক করছি, দেশের বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বপ্রথম সরকারের এই প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বলছি। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র যে কাপুরুষোচিত ভূমিকা তা উন্মোচিত করে জনগণকে সাথে নিয়ে গণআন্দোলনের ধারা গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি। দুই প্রধান বুর্জোয়া দল আওয়ামী লীগ-বিএনপির ছত্রছায়ায় ও প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা ধর্মান্ধ মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির আস্ফালনের বিরুদ্ধে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা ও ক্ষতিপূরণে দাবি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান চলাকালে সমাবেশে বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড ওবায়দুল্লাহ মুসার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, বর্ধিত ফোরামের সদস্য আহসানুল হাবীব সাঈদ, মনজুর আলম মিঠু, রংপুর জেলার সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, বগুড়া জেলা সমন্বয়ক সামছুল আলম দুলু, পঞ্চগড় জেলা সমন্বয়ক তরিকুল আলম, দিনাজপুর জেলা সমন্বয়ক রেজাউল ইসলাম সবুজ, কুড়িগ্রাম জেলা সমন্বয়ক মহির উদ্দিন, ঠাকুরগাও জেলা সমন্বয়ক মাহবুব আলম রুবেল, পলাশ কান্তি নাগ, আহসানুল আরেফিন তিতু প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, তিস্তা নদীতে পানি নেই, ধু-ধু বালুচর। পানিহীন শুকনো সেচখাল। হাজার হাজার হেক্টর জমির ফসল শুকিয়ে যাচ্ছে, মাটির নিচে পানির স্তর আরো নিচে নেমে গেছে। ফলে শুরু হয়েছে মরুকরণ। তিস্তা পাড়ের জীবন-প্রকৃতি ধ্বংসের মুখে। কৃষি প্রধান রংপুর বিভাগের নীলফামারী, দিনাজপুর, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলায় কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। বর্ষাকালে নদীভাঙ্গন ও বন্যার কবলে পড়ে হাজার হাজার হেক্টর জমি নদীগর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে।

ভারত সরকার একতরফাভাবে তিস্তার পানি প্রত্যাহার করে আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করেছে। ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ 'জলপ্রবাহ কনভেনশন'-এ পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে যুক্তি ও ন্যায়পরায়ণতা নীতিমালা গ্রহণ করে। এর মূল কথা হলো উজানের কোনো দেশে ভাটির কোনো দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে একক সিদ্ধান্তে পানি আটকাতে পারে না। অথচ ভারত এই কাজটিই করছে।

গাইবান্ধা : গত ১৪ থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত গাইবান্ধা সদর উপজেলার রূপারবাজার, কালিরবাজার, নুতন বন্দর, চৌরাস্তা, মাঠবাজার এবং ফুলছড়ি উপজেলার বালাসী ঘাট, মদনেরপাড়ায়, বাসদ (মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে হাটসভা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এসব হাটসভা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা আহবায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, এড. নওশাদুজ্জামান, কাজী আবু রাহেন শফিউল্যাহ, গিদারী ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ছাদেক লেবু, জুয়েল মিয়া, মাহবুবর রহমান খোকা, জাহেদুল হক, অফিজ উদ্দিন প্রমুখ। এছাড়া কঞ্চিপাড়া, বালাসী ঘাট ও মদনেরপাড়ায় পৃথক পৃথকভাবে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল পথসভায় বক্তব্য রাখেন এড. নওশাদুজ্জামান, কাজী আবু রাহেন শফিউল্যা, অফিজ মিয়া, লালচান প্রমুখ।

নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সাংবিধানিক ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব থাকলেও তা পালনে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থতার প্রমাণ দিচ্ছে। বাম মোর্চার নেতৃবৃন্দ বলেন, লাগাতার অচলাবস্থায় দেশের সাধারণ মানুষের আয় রোজগারের পথ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, দেশের খেটে খাওয়া মানুষের বেঁচে থাকার পথ প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কৃষক উৎপাদিত ফসল ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করতে পারছে না।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, দেশের রাজনৈতিক সংকটের সমাধানে অবিলম্বে সরকারকে দমন-পীড়ন, মিথ্যা মামলা, গণগ্রেপ্তার ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে সভা-সমাবেশের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

১৬ মার্চ বিকাল ৪ টায় গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা কেন্দ্রীয় পরিচালনা পর্ষদের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ শেষে প্রেসক্লাব থেকে বাহাদুর শাহ্ পার্ক পর্যন্ত পদযাত্রা, লিফলেট বিলি ও জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করা হয়।

চট্টগ্রাম : রাজনৈতিক সংকট সমাধানে নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করা ও জনগণের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবিতে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ২২ মার্চ বিকাল ৪টায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সংহতি সমাবেশের আয়োজন করে। বাম মোর্চার নেতা গণসংহতি আন্দোলনের চট্টগ্রাম জেলা সমন্বয়কারী হাসান মারুফ রুমীর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণমুক্তি ইউনিয়নের নাসির উদ্দীন আহমেদ নাসু, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) চট্টগ্রাম জেলার সদস্য সচিব অপু দাশ গুপ্ত, ভাসানী ফাউন্ডেশনের আবদুল গাফ্ফার খান, প্রগতিশীল চিকিৎসক ফোরামের সদস্য সচিব ডা. সুশান্ত বড়ুয়া, সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর জান্নাতুল ফেরদাউস পপি, শ্রমিকনেতা মির্জা আবুল বাশার, এড. বিশুময় দেব, ছাত্রনেতা সত্যজিত বিশ্বাস ও ফরহাদ জামান জনি প্রমুখ। সমাবেশ পরিচালনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) চট্টগ্রাম জেলার সদস্য রফিকুল হাসান।

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা চট্টগ্রাম জেলা ১ মার্চ বিকালে নাগরিকদের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে নগরীর নিউমার্কেট এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে।

রংপুর : রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ বন্ধ, হরতাল অবরোধের নামে পেট্রোল বোমায় মানুষ হত্যা ও সহিংসতা প্রতিরোধ, নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি, বিজ্ঞান লেখক অভিজিত রায়ের হত্যার বিচারের দাবিতে ১ মার্চ বিকেলে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা রংপুরে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ করেছে। জাহাজ কোম্পানি মোড়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু। বক্তব্য রাখেন গণসংহতি আন্দোলনের জেলা সমন্বয়ক তৌহিদুর রহমান, বাসদ (মার্কসবাদী)-র পলাশ কান্তি নাগ।

প্রবাসগামী নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ৮০০ রিয়াল বা বাংলাদেশি টাকায় ১৬ হাজার ৮০০ টাকা যা খুবই অপ্রতুল। এত অল্প বেতনে এই শ্রমিকদের সৌদি আরবে পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে সরকার। এই শ্রমিকদের রক্ত-ঘামে দেশের অর্থনীতি মজবুত হবে, কিন্তু তাদের নিরাপত্তা-হয়রানি কি বন্ধ হবে? গৃহশ্রমিক হিসাবে নারীদের পাঠানোর পূর্বে পূর্ণ নিরাপত্তার বিষয়টি যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন সেটি উপেক্ষিত। সৌদি আরবে কর্মরত বেশিরভাগ নারী শ্রমিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের, এমনকি ধর্ষণের শিকার হয়। অন্যান্য দেশে নারী শ্রমিকরা ঠিকমতো বেতন ও ছুটি পান না। উল্লেখ্য যে নির্যাতনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও ফিলিপাইন ইত্যাদি দেশ সৌদি আরব থেকে নারী শ্রমিক প্রত্যাহার করেছে। সেজন্য নারী শ্রমিকদের সৌদি আরবে পাঠাতে হলে তার পূর্ণ নিরাপত্তা রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে বেতন-ছুটিসহ কাজের বিবরণ সুনির্দিষ্ট করে শ্রমিকদের প্রেরণ করতে হবে।

রংপুর : নারী শ্রমিকদের পাঠানোর ক্ষেত্রে নিরাপত্তাসহ প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা নিশ্চিত করার দাবিতে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ১৬ মার্চ বিকাল ৪টায় স্থানীয় প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গাইবান্ধা : প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার আয়োজন নিশ্চিত করে বিদেশে নারী শ্রমিকদের পাঠানোর দাবিতে ১৬ মার্চ বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র গাইবান্ধা জেলা শাখার মানববন্ধন করে।

চা-বাগানে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, চা-শ্রমিক সন্তানদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি ও বিশেষ কোটা চালুসহ ৫ দফা দাবিতে সিলেট অঞ্চলের চা বাগানগুলোতে আন্দোলন করছে ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে গঠিত 'চা বাগান শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ'

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) করে রাখা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মামলার পাহাড় রচনা, গণহারে ধরপাকড়, বিনা বিচারে হত্যা-গুমসহ নিপীড়নমূলক শাসনের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা নজিরবিহীন।

এহেন আওয়ামী লীগ সরকার যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ঘোষণা করলো তা কি আসলেই স্থানীয় সরকারে গণতন্ত্র আনার জন্য? নাকি তার অগণতান্ত্রিক শাসনের বৈধতা নেয়া ও নিপীড়নমূলক শাসনের ভাবমূর্তি কাটিয়ে জনমনে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে? বাস্তবে সরকারের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মানুষের মনে যে বিক্ষোভ সঞ্চিত হয়েছে তাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে অগণতান্ত্রিক শাসনের গায়ে গণতন্ত্রের আলখাল্লা পরাতে চায় আওয়ামী মহাজোট।

গণতন্ত্রহীন পরিবেশে 'গণতান্ত্রিক নির্বাচনের' নাটক

গত আড়াই মাসের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সহিংসতা, গুম-ক্রসফায়ার-পেট্রোলবোমা সৃষ্ট নিরাপত্তাহীনতা ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে হঠাৎ করে যেভাবে নির্বাচন ঘোষণা করা হল তা কোন্ উদ্দেশ্য থেকে? ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন গত ৭ বছর ধরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সরকারি দলের প্রার্থীরা জিততে পারবে না, এমন আশংকা থেকেই নানা অজুহাতে নির্বাচন করা হয়নি বলে জনমনে ধারণা। আমরা দেখলাম, প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ করে মন্ত্রীসভার বৈঠকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিলেন। সে অনুসারে তৎপর হয়ে নির্বাচন কমিশন জুন মাস নাগাদ নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো। এর মধ্যে পুলিশের আইজি বললেন, এপ্রিলের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচন কমিশনও সেভাবেই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলো। এইসব ঘটনা প্রমাণ করে, বর্তমান নির্বাচন কমিশন আওয়ামী মহাজোট সরকারের অঙ্গুলি হেলনে চলে এবং সরকারের প্রয়োজনেই এসময় নির্বাচন ঘোষণা করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গণতন্ত্রায়ণ এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা স্থানীয় সরকার প্রশাসন পরিচালনার জন-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এ নির্বাচন ঘোষিত হয়নি। এমনকি নগরবাসীর জীবনমান ও নাগরিক সুবিধা উন্নয়নের সাথেও এ নির্বাচনের সম্পর্ক নেই। এবারের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সর্বোচ্চ ব্যয়ের সীমা ধরা হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা, জামানত এক লক্ষ টাকা। জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে এই বিপুল পরিমাণ টাকা যারা ব্যয় করে, তারা পরবর্তীতে এই টাকা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় আদায় করে নেয়। এই নির্বাচনী বাণিজ্যে তাই বিভিন্ন ধরনের চক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। ব্যবসায়ী-শিল্পপতিসহ বৈধ-অবৈধ টাকার মালিকেরা, মিডিয়াসহ বিভিন্ন কায়েমী শক্তির তৎপরতায় জানগণও নির্বাচনে যুক্ত হয়ে যায়। টাকা ও পেশি শক্তির চক্রে জনগণের একটা অংশকে দুর্নীতিগ্রস্ত করা হয়। এ নির্বাচনেও তার ব্যতিক্রম হবে না।

আওয়ামী লীগের গত মেয়াদের শেষ সময়ে চারটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে তাদের ভরাডুবি ঘটেছিল। এরপর আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে ৫ জানুয়ারি '১৪ একতরফাভাবে ভোটারবিহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতা বর্ধিত করেছে যা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক। ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপিকে ক্ষমতার বাইরে রাখার জন্য অর্থাৎ যে-কোনো পন্থায় ক্ষমতা টিকে থাকার জন্য আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে প্রশাসনিক সন্ত্রাস, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, মতপ্রকাশের উপর হস্তক্ষেপসহ বিরোধী শক্তির উপর নিপীড়নের মাত্রা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে। আওয়ামী লীগ আজ দেশের নাগরিকদের বাক-ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে পদদলিত করে যে-কোনো পন্থায় ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছে। ফলে খর্ব হচ্ছে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার। এ সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে দেশবাসী সীমাহীন দুর্নীতি, দলীয়করণ, স্বেচ্ছাচারিতা প্রত্যক্ষ করে আসছে। বিরোধী পক্ষকে দমন-পীড়নের যে নজির তারা স্থাপন করেছে তাতে আওয়ামী মহাজোটের ফ্যাসিস্ট চেহারা আরও প্রকট হয়েছে, গণবিচ্ছিন্নতাও বেড়েছে।

৫ জানুয়ারির নির্বাচন দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। ফলে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোসহ জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্য থেকে সরকারের বিরোধিতা অব্যাহত থেকেছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিরপেক্ষ নির্বাচনী ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচনের দাবি জোরদার হয়েছে। সব মিলে এই সময়ে জনমতের হাওয়াও আওয়ামী লীগের পক্ষে নেই। এই গণবিচ্ছিন্নতা কাটাতে এবং জনগণের ক্ষোভকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত ও প্রশমিত করতে আওয়ামী নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার নানা ফন্দি আঁটছে। আর সে কারণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ রেখে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা হরণ করে, কালো আইনসমূহ যথেচ্ছ ব্যবহার অব্যাহত রেখেই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছে। এর মাধ্যমে চূড়ান্ত গণতন্ত্রহীন পরিবেশে 'গণতান্ত্রিক নির্বাচনের' তামাশার আয়োজন করা হয়েছে যা গণতান্ত্রিক পরিবেশে নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নির্বাচিত সরকারের গণদাবির প্রতি চপেটাঘাত।

সিটি কর্পোরেশণ নির্বাচন

গণতন্ত্রহীন পরিবেশে গণতন্ত্রের নাটক

অনির্বাচিত সরকারের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টিই এ নির্বাচনের লক্ষ্য

আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় নির্বাচনের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। অগণতান্ত্রিক, অনির্বাচিত এই সরকার তাই ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করছে, কোনোরকম বিরোধীমত সহ্য করছে না। সামান্য বিরোধিতার আভাস দেখা মাত্র খুন, গুম পর্যন্ত করতে দ্বিধা করছে না। আপাতদৃষ্টে মনে হবে এ সবই হচ্ছে শুধু বিএনপি-জামাতের বিরুদ্ধে। কোনো বাম নেতা-কর্মী জেলে নেই বা বাম দলগুলোর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধা দেবার কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই। কিন্তু বাস্তবে বিএনপি-জামাতের বিরোধ দমনের নামে যে ফ্যাসিবাদী বিধি-বিধান ও নজির আওয়ামী লীগ স্থাপন করছে তাতে শেষ বিচারে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকেই কবর দেয়া হচ্ছে। একটা বামপন্থী দল হিসেবে এই বিপদের ভয়াবহতা আমরা এতটুকু উপেক্ষা করতে পারি না।

এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ তার ক্ষমতা দখলকে বৈধ করতে চায়। তার জবরদস্তির যৌক্তিক ও আইনগত ভিত্তি তৈরি করতে চায়। তারা যে চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিকভাবে, গায়ের জোরে ক্ষমতায় এসেছে তার ন্যায্যতা সৃষ্টি করতে চায়। কারণ জনগণকে ঠকাতে হলেও তার একটা ন্যায্যতা দেখানো লাগে, আপাত ন্যায্যতা সৃষ্টি করতে হয়। তার এই অন্যায়ভাবে ক্ষমতায় দখলের বিরুদ্ধে যে মনোভাব জনগণের মধ্যে আছে – ক্ষমতায় থাকলেও তাকে যে যৌক্তিক করা যাচ্ছিল না – তার ডাকে নির্বাচনে যদি সবাই অংশগ্রহণ করে তবে তার শাসন ন্যায্যতা পাবে। আসলে সে উদ্দেশ্যেই এই নির্বাচন। কেননা, ঢাকা ও চট্টগ্রামের তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সংসদ নির্বাচনের তুল্য না হলেও এর রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি।

ভোটের মাধ্যমে নিজেদের শাসক নির্বাচন করার যে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার জনগণ ভোগ করে সেটাও বর্তমান শাসকদল কেড়ে নিয়েছে। আর তাই এই সময়ে দেশের সবচেয়ে জরুরি ও প্রধান গণতান্ত্রিক দাবি কি? সেটি হল, দেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচন। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কি সে দাবিকে পাশ কাটানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে না? এই নির্বাচন কি আওয়ামী লীগের গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল ও ফ্যাসিবাদী শাসনকেই বৈধতা দিতে সহায়তা করবে না?

এই নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও শান্তি আসবে না

এই নির্বাচন কি আপাত নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হবার কোনও সম্ভাবনা আছে? নির্বাচন কমিশন যে সরকারের সম্পূর্ণ বশংবদ এটাও সবার জানা কথা। সে কথা সরকারের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপিও বলছে। এই নির্বাচন যে একটা তামাশার নির্বাচন হবে – এ কথাও তারা বলছে। তারপরও কেন তারা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে? প্রকৃত কারণ হল, এ মুহূর্তে বিএনপি-জামাত তাদের সহিংস কর্মসূচি থেকে বেরিয়ে যাবার রাস্তা (এক্সিট রুট) খুঁজছে। জনগণকে সাথে নিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যকর কোনো গণআন্দোলন বিএনপি-জামাত জোট গড়ে তুলতে পারেনি। তারা সহিংসতার পথে হেঁটেছে এবং সরকারের কৌশল ও রাষ্ট্রশক্তির কাছে কার্যত পরাস্ত হয়েছে। একই সাথে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নে জামাতের পক্ষাবলম্বনও তাকে জনগণের সামনে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের শিকার তারা হচ্ছে, এটা সত্য। কিন্তু জনগণকে সম্পৃক্ত করে গণআন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন মোকাবেলা করার উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতা – কোনোটাই তাদের নেই। তাদের হরতাল-অবরোধ অর্থহীন হয়ে পড়েছে। তারা সহিংসতার দায়ে জনবিচ্ছিন্ন ও গণধিকৃত হয়েছে। এ অবস্থা থেকে বিএনপি-জামাত বেরিয়ে আসতে চাইছে।

যাই হোক, সংঘাত ও সহিংসতার রাজনীতির অবসানের যে সম্ভাবনার কথা অনেকে বলছেন তার কোনো সম্ভাবনা নেই। সাময়িক বিরতি হতে পারে মাত্র। এর কারণ, ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী – বুর্জোয়াদের কোনো অংশের কাছেই জনগণ, গণতন্ত্র এসব মুখ্য বিবেচ্য বিষয় নয়। মুখ্য বিষয় গদি দখল ও লুণ্ঠনবৃত্তি। সিটি কর্পোরেশনগুলোতে ফলাফল নিজেদের অনুকূলে না গেলে বিএনপি-জামাত জোট আবারও সরকার পতনের আন্দোলনের দিকে যাবে এবং সেক্ষেত্রে সহিংসতা নতুন করে ফিরে আসবে। কারণ প্রশ্নটা হল ক্ষমতা দখলের। কেউ রাষ্ট্রশক্তি হাতে নিয়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে সহিংস, কেউ সহিংস ক্ষমতায় যেতে। এদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা চলতেই থাকবে, মাত্রার হেরফের হতে পারে। তবে, চক্রান্ত ও কূটকৌশল-পূর্ণ বুর্জোয়া রাজনীতির বিভিন্ন সম্ভাবনা সম্পর্কেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

নির্বাচনে আমরা কেন অংশগ্রহণ করি

একটি বিপ্লবী দল নির্বাচনে কেন যায়? প্রশ্নটা আবারও একটু ভালোভাবে ভেবে দেখা দরকার। বুর্জোয়ারা যখন তাদের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে তখন তারা এর একটা পদ্ধতি দাঁড় করায়। ব্যক্তি মালিকানার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে পুঁজিবাদ। সামন্ত স্বৈরতন্ত্রের বিপরীতে অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে শাসন কাজ পরিচালনার জন্য পুঁজিপতিদের কোন অংশ দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে তা নির্ধারণের জন্য গড়ে উঠেছিল নির্বাচন ব্যবস্থা। বুর্জোয়া ব্যবস্থায় এটাকেই বলা হয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে শাসন। সামন্তসমাজ ভেঙে বুর্জোয়া ব্যবস্থা যখন পৃথিবীতে আসে সেসময় সেটি ছিল সবচেয়ে উন্নত পদ্ধতি। সেই সময় নির্বাচনগুলোও আজকের তুলনায় আপেক্ষিক অর্থে গণতান্ত্রিক ছিল। অবাধ প্রতিযোগিতার যুগ পার হয়ে সেই পুঁজিবাদ আজ একচেটিয়া রূপ নিয়েছে এবং তার ফলস্বরূপ রাজনৈতিক উপরি কাঠামোয় স্বৈরতন্ত্রের জন্ম দিচ্ছে। এ কারণে অতীত দিনে যেভাবে গণতান্ত্রিক রীতি-পদ্ধতি সে মেনে চলত আজ সেভাবে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে ক্রমাগত জনগণের অধিকার সংকুচিত করছে। নির্বাচন শাসক পরিবর্তন ঘটালেও জনজীবনের ক্রমবর্ধমান সমস্যা-সংকটের কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারছে না। এতে জনগণ ক্ষুব্ধ হচ্ছে, হতাশ হচ্ছে।

কিন্তু ক্ষুব্ধ বা হতাশ হলেই জনগণ এই নির্বাচনী ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না। শাসনব্যবস্থার এই রীতিনীতির ফাঁকে তারাও আটকে গেছে। এর বিকল্প কিছু তারা জানে না। বুর্জোয়ারাও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বিভ্রান্তি তৈরি করে রেখেছে যে তাদের সমস্ত রকম আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধান এ ব্যবস্থার মধ্যেই সম্ভব। ফলে বুর্জোয়ারা যখন সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য কোনো নির্বাচন দেয় তখন লক্ষ-কোটি মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে। ক্ষুব্ধ এবং বিভ্রান্ত হয়েও অংশগ্রহণ করে। বিরাট সংখ্যক জনগণ যখন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, বিভ্রান্ত হয়েও অংশগ্রহণ করে, তখন আমরাও এতে অংশগ্রহণ করি। আমরা গণআন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে জনগণকে বোঝাতে চাই যে – নির্বাচনের মাধ্যমে, কিছু লোকের ক্ষমতায় যাওয়া-আসার মধ্য দিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান হবে না। লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই তাদেরকে অধিকার আদায় করতে হবে। পাশাপাশি অনেক অপমান, ধোঁকাবাজির শিকার হওয়া সত্ত্বেও জনগণ যেহেতু এর বিকল্প কিছু ভাবতে পারছে না – এর সম্পূর্ণ অকার্যকারিতা তাদের কাছে যেহেতু তখনো স্পষ্ট নয় – তাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেও আমরা এই কথাগুলো বলি এবং নির্বাচন সম্পর্কে, এই ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের মোহ ভাঙার চেষ্টা করি। 'এই যে এত সমস্যা সংকট, এত বৈষম্য – এসব কি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দূর হচ্ছে? একজন সৎ লোককে ভোট দিয়েই কি এই সমস্যার সমাধান হবে' – জনগণের সামনে আমরা এই প্রশ্নগুলি নিয়ে আসার চেষ্টা করি।

নির্বাচনকে ঘিরে জনগণের মধ্যে কিছু আশা-ভরসা থাকে, অর্থাৎ ভোট এলেই তারা ভাবে যে, এইবার বুঝি একটা কিছু হবে, একটা পরিবর্তন হবে। কিন্তু অবধারিতভাবেই ভোটের পর তাদের সকল আশা-ভরসা ভেঙে যায়। আমাদের কথাগুলো তখন একটু-আধটু ভাবতে শুরু করে। এই যে জটিল ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, এর মধ্য দিয়ে জনগণকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিটা ধরানোর জন্য আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি।

এখন বুর্জোয়া ব্যবস্থার এই নির্বাচন যদি ন্যূনতম গণতান্ত্রিক রীতি-পদ্ধতি মেনে না চলে, কিছু কথা যদি এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা না যায় – তাহলে এতে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে একটি বামপন্থী-গণতান্ত্রিক শক্তি কি অর্জন করতে চায়? যে সব বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি এই ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছেন, সেই সংগ্রামের অংশ হিসেবে এক্ষেত্রেও একটা ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেবেন – তাই হওয়া উচিত। নির্বাচনটা যদি শাসকদের ফ্যাসিবাদী শাসনকে পাকাপোক্ত করার উদ্যোগ হয় – তবে সেই বিপদের মাত্রা তো আরো বেশী করে ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের যৌক্তিকতাকে তুলে ধরে। আমাদের দল বাসদ (মার্কসবাদী) সহ গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ভুক্ত বেশিরভাগ দল এই নির্বাচন বর্জন করেছে। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলোর কাছেও সেই আহ্বান রেখেছে।

নির্বাচন করা ও বর্জন করা – এই দুই ইতিহাসই আমাদের আছে

আগে আমরা নির্বাচন করেছি, বর্জনও করেছি। এরশাদের স্বৈরশাসনের নয় বছর আমরা কোনো নির্বাচনে যাইনি। বিএনপির নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির একদলীয় নির্বাচনেও আমরা যাইনি, যেমনিভাবে আওয়ামী লীগের গত ৫ জানুয়ারির একতরফা নির্বাচনেও আমরা যাইনি।

১৯৮৬ সালে সামরিক স্বৈরশাসক এরশাদ একটি নির্বাচন আয়োজন করে। বলাবাহুল্য তার স্বৈরশাসনের ন্যায্যতা দেয়ার লক্ষ্যেই সে এটি করেছিল। আওয়ামী লীগ, সিপিবি, ন্যাপ-সহ কিছু বামপন্থী দল ও জামাতে ইসলাম এতে অংশগ্রহণ করে। আমাদের দলই সর্বপ্রথম এই নির্বাচন বর্জন করে। পরে আমাদের সাথে আরও কিছু বামপন্থী দল যুক্ত হয়। তাদের নিয়ে আমরা ৫ বাম দল গঠন করি। ৫ বাম দলের নির্বাচন বর্জন দেখে পরে বিএনপিও নির্বাচন বর্জন করে।

সে সময় আমরা জনগণের সামনে আমাদের অবস্থান তুলে ধরে বলেছিলাম, লক্ষ লক্ষ লোক এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তারা মারা যাচ্ছে, জেলে যাচ্ছে, রাস্তায় মার খাচ্ছে। এইসময় এরশাদেরই ডাকে নির্বাচনে যাওয়া মানে আন্দোলনের তেজকেই ধ্বংস করে দেয়া, আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। সেইদিন নির্বাচন বয়কটের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের ধারাকে আমরাই রক্ষা করেছিলাম। '৮৬ এর নির্বাচন একটি কলঙ্কিত নির্বাচন হিসেবেই ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। এরশাদ স্থানীয় পর্যায়ে তার ক্ষমতার ভিত্তি মজবুত করতে উপজেলা নির্বাচনও করেছিল যা সকল গণতান্ত্রিক দল বর্জন করেছিল।

১৯৮৬ সালের সাথে বর্তমান সময়ের কিছু পার্থক্য আছে। এখন ক্ষমতায় থাকা ও যাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রধান বুর্জোয়া দলগুলো বিরোধে লিপ্ত। এই বিরোধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং আপাত সমঝোতা – দুটোরই বলি হচ্ছে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং কায়েম হচ্ছে ফ্যাসিবাদী শাসন। এই সিটি নির্বাচন সেই ফ্যাসিবাদী তৎপরতার অংশ।

কী করণীয়?

আওয়ামী লীগ সরকার ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের সময় বলেছিল যে, সংবিধান রক্ষার জন্য তারা এই নির্বাচন করেছে। অচিরেই সকল দলের অংশগ্রহণে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে। কিন্তু দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ব্যাপক সমর্থন থাকায় সে একাই গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল করে আছে, নির্বাচনের কোনো প্রয়োজনীয়তাই সে দেখছে না। একচেটিয়া পুঁজিপতিদেরও আওয়ামী লীগের মতো দল দরকার যে কিনা একদিকে সমস্ত গণআন্দোলন কঠোরভাবে দমন করবে অপরদিকে জনগণকে বিভ্রান্ত করার ক্ষমতাও রাখে। একেই বলে ফ্যাসিবাদ।

এই ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ আছে। কিন্তু সঠিক বিপ্লবী ধারা ততটা শক্তিশালী না হওয়ায় তা ভাষা পাচ্ছে না। এরই মধ্যে আওয়ামী লীগ তার শাসনকে ন্যায্য ও যৌক্তিক করার জন্য এই নির্বাচন আয়োজন করল। যদিও এটা সিটি নির্বাচন, কিন্তু তার ডাকে সবাই এতে অংশগ্রহণ করলে তার শাসনেরই ন্যায্যতা তৈরি হবে। এভাবে চলতে থাকলে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি এবং জনগণ ভবিষ্যতে ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হবে। তাই জনগণকে আমরা আহ্বান করছি – এই নির্বাচন বর্জন করুন ও ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন। বামপন্থীদের প্রতিও আমরা 'সর্বনিম্ন কর্মসূচি ও সর্বোচ্চ বোঝাপড়া'র ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণআন্দোলনে এগিয়ে আসার আবেদন তুলে ধরছি।

কার্ল মার্কস

‘জীবনসংগ্রাম ও শিক্ষা’ শীর্ষক আলোচনা

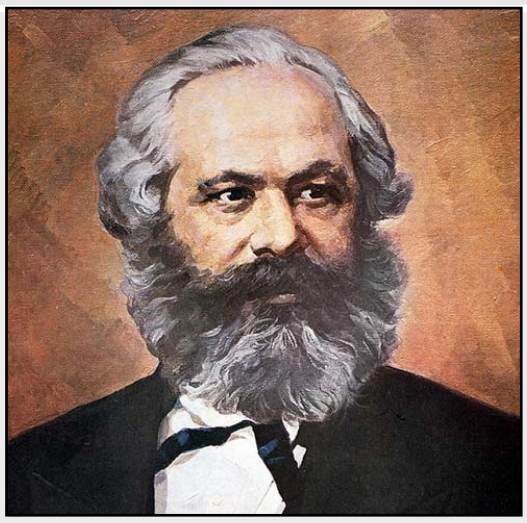

গত ১৪ মার্চ ছিল মানবজাতির মুক্তি সংগ্রামের পথপ্রদর্শক মহান কার্ল মার্কসের ১৩২তম মৃত্যুবার্ষিকী। এ উপলক্ষে বাসদ (মার্কসবাদী) ঢাকা নগর শাখার উদ্যোগে ২০ মার্চ বিকাল ৫টায় ‘কার্ল মার্কসের জীবন সংগ্রাম ও শিক্ষা’ শীর্ষক আলোচনা সভা দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনা করেন দলের কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। ফখরুদ্দিন কবির আতিকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী তাঁর আলোচনায় বলেন, ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্বে সামন্ততন্ত্র উৎখাত হয়ে আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। সামন্ততন্ত্র-গির্জাতন্ত্রকে উৎখাত করে আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে সংঘটিত ফরাসি বিপ্লব গোটা ইউরোপকে প্রবলভাবে ভূমিকম্পের মতো আলোড়িত করেছিল। জার্মানি তখন সামন্তীয় ব্যবস্থায় আটকে ছিল, অঞ্চলগুলো ছিল বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সেখানেও আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের আকুতি সঞ্চারিত হয়েছিল। মার্কস যেখানে জন্মেছিলেন সেই রাইনল্যান্ড ফ্রান্সেরই সন্নিহিত অঞ্চল। ফলে ফরাসি বিপ্লবের অভিঘাত ওই অঞ্চলে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল। ফরাসি বিপ-বে বুর্জোয়াদের মধ্যে বিভিন্ন অংশের দ্বন্দ্বে আপসহীন বিপ্লববাদীদের ভূমিকা জার্মানির উঠতি বুর্জোয়াদের ভীত ও শংকিত করেছিল। যে কারণে জার্মানির বুর্জোয়াশ্রেণী শুরু থেকেই একটা আপসকামী চরিত্র নিয়ে বিকশিত হচ্ছিল। এসব ঘটনাবলী জার্মানিতে একদল চিন্তাশীল মনীষীর জন্ম দিয়েছিল যাঁদের অন্যতম হেগেল-ফয়েরবাখ-শিলার-হাইনে। কার্ল মার্কস সেই উত্তাল সময়েরই ফসল।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী কার্ল মার্কসের চরিত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, কাব্য-সঙ্গীত-সাহিত্য-নাটক-দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি মানবিক জ্ঞান ও চর্চার সমস্ত দিকে ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ ও আগ্রহ। কিন্তু সে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিশ্বজগতকে জানা ও বোঝার সংগ্রামের অংশ, যে জানাকে তিনি পাল্টানোর কাজে নিয়োজিত করেছেন। তাঁর ওই সংগ্রামের ভিত্তিতেই তিনি বলতে পেরেছিলেন, এযাবৎ দার্শনিকেরা শুধু জগতকে ব্যাখ্যাই করে গেছে, আসল কাজ হল তাকে পাল্টানো। আমাদের সামনেও তিনি সে শিক্ষাই রেখে গেছেন। তিনি বলেন, একদিকে তাঁর মধ্যে ছিল ভালোবাসার প্রবল শক্তি আর অন্যদিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন দুর্দমনীয়ভাবে আপসহীন। গ্রহণ ও বর্জনের এই দ্বান্দ্বিক সংঘাতময় পথেই এই মহান মনীষীর জন্ম। নাম-যশ-অর্থ-বিত্তের লোভ বা কোনো ধরনের লোভের কাছে তিনি মুহূর্তের জন্য মাথা নত করেননি। তাঁকে সেদিন কতজন চিনতো? কতজন মানুষ সেদিন তাঁর চিন্তার অনুসারী হয়েছিল? অথচ এই মানুষটির চিন্তার ধারা আজ সারা দুনিয়ার বিপ্লবী সংগ্রামকে পথ দেখাচ্ছে।

কার্ল মার্কস ইতিহাসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ব্যাখ্যার ভিত্তিতে মানবজাতির সামনে এ ঐতিহাসিক নিয়মটি তুলে ধরলেন যে মানবজাতির এযাবৎ লিখিত ইতিহাস হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। এই শ্রেণীসংগ্রামের শিকড় হল উৎপাদন ব্যবস্থায়। উৎপাদন ব্যবস্থা হল ভিত্তি, সমাজ হল তার উপরিকাঠামো। উৎপাদন ব্যবস্থার অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব যখন অনিরসনীয় হয়ে পড়ে তখন ওই দ্বন্দ্ব সমাজকে নাড়া দিতে থাকে, সমাজের মধ্যে পরিবর্তনের আকুতি তৈরি হয়। তখন যে শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ সেই আকুতিকে ধারণ করতে পারে তারাই পরিবর্তনের বা বিপ-বের নেতৃত্ব দেয়। কার্ল মার্কস দেখালেন, বর্তমান পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থায় সর্বহারাশ্রেণী অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীই হল সেই শ্রেণী যে সামাজিকভাবে সবচেয়ে অগ্রসর, সবচেয়ে প্রগতিশীল। তাই তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন, শৃংখল ছাড়া সর্বহারাশ্রেণীর হারাবার কিছু নেই, জয় করবার জন্য রয়েছে সমগ্র জগৎ।

মানবমুক্তির জন্য সত্যকে খুঁজে বের করার প্রবল আকুতি থেকে মার্কস যেমন একদিকে জ্ঞানরাজ্যের সমস্ত শাখায় তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছেন, ঠিক একইভাবে তিনি তর্ক-বিতর্কেও লিপ্ত হতেন প্রবলভাবে। শোষিতশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের এবং পেটিবুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি যেসব বিপ্লবীরা সেদিন সংগ্রাম করছিলেন তাঁদের সাথে তিনি দিনের পর দিন বিতর্ক করেছেন, সামনাসামনি এবং লিখিতভাবে। একইভাবে তিনি বুর্জোয়াশ্রেণীর বিভিন্ন চিন্তার অসারতা ও বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, মার্কসকে স্মরণ করতে হলে তাঁর সহযোদ্ধা, কমরেড ইন আর্মস ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, তাঁর মহান শিষ্য ও বিশ্বসর্বহারাশ্রেণীর মহান নেতাদের নামও আমাদের স্মরণ করতে হয়। কমরেড লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সেতুং, শিবদাস ঘোষ প্রমুখ মহান মার্কসবাদীদের অবদানে মার্কসবাদী জ্ঞানভাণ্ডার ও বিপ্লবী আন্দোলন সমৃদ্ধ হয়েছে। যে শিক্ষাকে আয়ত্ত ও আত্মস্থ করার মধ্য দিয়ে আমরা গোটা সমাজকে পাল্টানোর, একটি শোষণহীন বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংগ্রাম করে চলেছি।

দমন-পীড়ন-রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও পেট্রোলবোমা সন্ত্রাস বন্ধ এবং রাজনৈতিক সংকট সমাধানে নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি

২৩ মার্চ বিকাল ৪টায় গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা কেন্দ্রীয় পরিচালনা পর্ষদের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে দমন-পীড়ন, গুম-খুন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও পেট্রোলবোমা সন্ত্রাস বন্ধ, জানমালের নিরাপত্তা প্রদান এবং রাজনৈতিক সংকট সমাধানে নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবিতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে প্রেসক্লাব থেকে মালিবাগ পর্যন্ত পদযাত্রা, লিফলেট বিলি ও জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করা হয়। বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা গণসংহতি আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক এড. আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তব্য রাখেন বিপ-বী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা হামিদুল হক, বাসদ (মাহবুব) কেন্দ্রীয় আহবায়ক ইয়াসিন মিয়া, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নেতা ফখরুদ্দিন কবির আতিক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির শহীদুল ইসলাম সবুজ প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, একদিকে পেট্রোলবোমায় মানুষ পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, অন্যদিকে গুম, খুন, গণপিটুনি ও ক্রসফায়ারের নামে অব্যাহত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সালাহউদ্দিন আহমেদকে অপহরণ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে নেতৃবৃন্দ বলেন, কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিষ্পত্তি করতে হবে। কোনো ব্যক্তির *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

নারীদের বিয়ের বয়স কমানোর প্রতিবাদ ও প্রবাসগামী নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি

ঢাকা : নারীদের বিয়ের বয়স কমানোর চক্রান্ত বন্ধ, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে নারী শ্রমিকদের প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বেতন-ছুটিসহ কাজের বিবরণী সুনির্দিষ্ট করে নিয়োগপত্র প্রদানের দাবিতে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে ২১ মার্চ বিকাল সাড়ে তিনটায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সভাপতি সীমা দত্ত, সহ-সভাপতি সুলতানা আক্তার রুবি, সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন, দপ্তর সম্পাদক তাছলিমা নাজনীন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে বিয়ের বয়স সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। জাতীয় শিশু নীতি ২০১৪-তে শিশু বলতে ১৮ বছরের নিচের বয়সের শিশুকে বোঝানো হয়েছে। শিশু অধিকার সনদে একই কথা বলা হয়েছে। তাহলে বিয়ের বয়স নিয়ে সরকারের এই ধরনের যড়যন্ত্র কেন? নারী সংগঠন ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারসহ সকলেই ১৬ বছরের মেয়েদের বিয়ের বয়স নির্ধারণ করাকে যখন অযৌক্তিক মনে করছে তখন সরকারের এই ধরনের সিদ্ধান্ত স্বেচ্ছাচারিতার সামিল। ধারণা করা হচ্ছে, একদিকে দুনিয়ার সামনে বাল্যবিয়ের হার কম দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং অন্যদিকে কূপমণ্ডুক মৌলবাদী চক্রকে খুশি করে ভোটের সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে সরকার এই সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে যা কোনোভাবেই মানা যায় না। সরকারের এই স্বেচ্ছাচারি সিদ্ধান্ত নারীর জীবনকে আরো বিপন্ন করবে, নারী নির্যাতনের মাত্রাকে বৃদ্ধি করবে।

বক্তারা বিদেশে নারী শ্রমিক প্রেরণের বিষয়ে বলেন, সৌদি আরব বাংলাদেশ থেকে এই বছর লক্ষাধিক শ্রমিক নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। গৃহপরিচারিকা ও গাড়িচালক এই দুই খাতে শ্রমিক নেয়ার সিদ্ধান্ত হলেও প্রতিমাসে শুধু গৃহশ্রমিকই যাবে ১০ হাজার। বেতন *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩; ই-মেইল: sammobad@spbm.org, ওয়েবসাইট : **www.sammobad.org**